ফরুখাবাদ ঘরাণার শিল্পী হইলেও অন্যান্য ঘরাণার বাদনশৈলী তিনি আয়ত্ত করেন।

কেরামতউল্লা কলিকাতাকেই তাঁহার বাসস্থান করেন। কলিকাতা আকাশবাণীর সহিত তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। গোয়ালিয়র, কটক, কানপুর, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বহু সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করিয়া তিনি যশ অর্জন করেন। ভারত সরকার প্রেরিত শিল্পীদলের সহিত তিনি অস্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানে বিশেষ সমাদর লাভ করেন।

অনেক সময় দেখা যায় আত্মাভিমান ও মুদ্রাদোষের কারণে তবলিয়ার বাজনার দাপটে মূল কণ্ঠশিল্পীর গান ও যন্ত্রশিল্পীর বাজনা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। কেরামত খাঁর মধ্যে এই দোষ কখনই ছিল না। তাঁহার মিষ্ট হাতের সঙ্গতে প্রসন্ন মেজাজের গুণে সৃজনী প্রতিভার চমৎকারিত্বে তবলার সাথসঙ্গত প্রাণবন্ত ও আনন্দরসোচ্ছল হইয়া উঠিত। পরিচ্ছন্ন হাতে অনায়াস ভঙ্গীতে তিনি সঙ্গত করিতেন। তাঁহার সঙ্গতের প্রভাবে আসরের গায়ক, বাদকেরাও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেন। শিক্ষক হিসাবেও তিনি প্রথিতযশা। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে মুন্না খাঁ, নিখিল ঘোষ, অমর দে, অনিল রায়চৌধুরী, ফকির মহম্মদ প্রভৃতি এবং পুত্র সাবির খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তিনি লোকান্তরিত হন।

॥ উস্তাদ আবিদহুসেন খাঁ ॥

উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার উস্তাদ মহম্মদ খাঁর পুত্র আবিদহুসেন জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি পিতার নিকট তবলা শিক্ষা আরম্ভ করেন। বারো বৎসর বয়সে পিতৃ বিয়োগের পর তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উস্তাদ মুন্নে খাঁর নিকট হইতে তালিম লইতে থাকেন। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি তবলাশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। পারদর্শিতার জন্য আবিদহুসেন 'খলিফা' উপাধি লাভ করেন। তিনি কিছুকাল লক্ষ্ণৌয়ের ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠে তবলার অধ্যাপকরূপে কার্য করেন। লক্ষ্ণৌ ঘরাণার শিল্পী আবিদহুসেন খাঁ বাম হস্তে তবলা বাজাইতেন। স্পষ্ট বোল, মিষ্টতা এবং নিখুঁত লয়কারী তাঁহার বাজনার বিশিষ্টতা ছিল। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার জামাতা লক্ষ্ণৌয়ের ওয়াজিদ হুসেন খাঁ, বারাণসীর পণ্ডিত বীরু মিশ্র, ইন্দোরের জাহাঙ্গীর খাঁ এবং কলিকাতার হীরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী (হীরু বাবু) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এই গুণী শিল্পী দেহত্যাগ করেন।

IND CamScanner App

॥ উস্তাদ হবীবুদ্দীন খাঁ ॥

অজরাড়া ঘরাণার প্রখ্যাত তবলাশিল্পী উস্তাদ হবীবুদ্দীন খাঁ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মীরাট নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক উস্তাদ শম্মু খাঁ ছিলেন তাঁহার পিতা। মাত্র বারো বৎসর বয়সেই তিনি পিতার নিকট তবলা শিক্ষা আরম্ভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দিল্লী ঘরাণার প্রসিদ্ধ তবলাবাদক খলিফা উস্তাদ নত্থু খাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। অজরাড়া ঘরাণার তালিম নিজ পিতার নিকট ও দিল্লী ঘরাণার তালিম নত্থু খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় উভয় ঘরাণার তবলাবাদনে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ঘরাণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন।

ভারতের বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং আপন বাদন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। আকাশবাণীর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে তাঁহার স্বতন্ত্র বাদন প্রচারিত হয় এবং লক্ষ্ণৌতে আয়োজিত সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন দ্বারা "সঙ্গীত-সম্রাট" উপাধি প্রাপ্ত হন।

হবীবুদ্দীন খাঁ অজরাড়া ঘরাণার ধারক হইলেও দিল্লী বাজেও সমান দক্ষতা অর্জন করেন। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যে তিনি দক্ষতার সহিত সঙ্গত করিতে পারিতেন। স্বতন্ত্র বাদন ছাড়াও লড়ন্ত বাদনে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। পেশকার, কায়দা, গৎ, চক্রদার বাদনে তাঁহার স্বাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রায় বারো বৎসর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকার পর ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে মীরাটেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

॥ নত্থু খাঁ ॥

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নত্থু খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লী ঘরাণার প্রসিদ্ধ তবলাবাদক বড় কালে খাঁর পুত্র বোলী বক্স বোম্বাইতে বাস করিতেন। এই বোলী বক্সের পুত্র হইলেন দিল্লী ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ তবলিয়া উস্তাদ নত্থু খাঁ সাহেব। নত্থু খাঁ দিল্লী ঘরাণার প্রতিনিধি স্থানীয় তবলাবাদক ছিলেন। নত্থু খাঁ তাঁহার পিতার নিকটেই তবলা শিক্ষালাভ করেন। নত্থু খাঁর শিষ্য হইলেন মীরাটের প্রসিদ্ধ তবলাবাদক হবীবুদ্দীন খাঁ। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে এই প্রতিভাবান তবলাশিল্পী পরলোক গমন করেন।

॥ মোদু খাঁ ও বখ্সু খাঁ ॥

মোদু খাঁ এবং বখ্সু খাঁ দুই ভ্রাতা। ইঁহারা হইলেন দিল্লী ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা উস্তাদ সিধার খাঁর পৌত্র। ইঁহাদের পিতার নাম জানা যায় নাই। সিধার খাঁর তিন পুত্রের মধ্যে একজনের নাম অজ্ঞাত, ইঁহারা হইলেন তাঁহারই বংশধর। ইঁহাদের অপর এক

IND CamScanner App

ভ্রাতার নাম মক্‌কু খাঁ। মোদু খাঁ এবং বখ্‌সু খাঁ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের আমন্ত্রণে লক্ষ্ণৌ নিবাসী হন। ইঁহাদের মাধ্যমে দিল্লী ঘরাণা লক্ষ্ণৌতে প্রসারিত হয় এবং কালক্রমে রূপান্তরিত বাদনশৈলী হইতে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার জন্ম দেয়। বেনারস ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক তথা প্রবর্তক পণ্ডিত রামসহায়জী এই মোদু খাঁর শিষ্য।

॥ পণ্ডিত রামসহায় ॥

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বারাণসী শহরে কবীরচোরা অঞ্চলে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে রামসহায় জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত রামসহায় সুপ্রসিদ্ধ বেনারস বাজের প্রবর্তক।শৈশব হইতে রামসহায়ের প্রতিভার বিকাশ হইতে থাকে। তাঁহার পিতৃব্য একজন তবলাবাদক ছিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে রামসহায় তাঁহার পিতৃব্যের নিকট তবলা শিক্ষা আরম্ভ করেন। বারো বৎসর বয়সেই বালক রামসহায় সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লক্ষ্ণৌ ঘরাণার প্রবর্তক উস্তাদ মোদু খাঁ রামসহায়ের তবলাবাদন শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। মোদু খাঁর নিকট রামসহায় প্রায় বারো বৎসর শিক্ষালাভ করেন। মোদু খাঁর পত্নীর নিকট হইতেও রামসহায় প্রচুর পাঞ্জাবী গৎ সংগ্রহ করেন।

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেবের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লক্ষ্ণৌতে সাতদিনব্যাপী এক বিরাট সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে প্রত্যেক দিনই রামসহায় তবলা বাজান এবং সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। নবাব ওয়াজিদ আলি প্রীত হইয়া রামসহায়কে প্রচুর অর্থ, বহুমূল্য মোতির মালা ও কয়েকটি হাতী দিয়া পুরস্কৃত করেন।

ইহার পর রামসহায় লক্ষ্ণৌ হইতে বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন এবং বেনারস বাজ প্রবর্তন করেন। "বেনারস বাজ" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তিনি এই বাজকে গুণীমহলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর সাধক পণ্ডিত রামসহায় সন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন এবং শিষ্যদের শিক্ষা দান করিতে থাকেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জানকী সহায় তাঁহার প্রথম শিষ্য। ভ্রাতা গোরী সহায়ের পুত্র দুর্গা সহায়কে ছয় বৎসর শিক্ষাদান করেন। বংশ ও শিষ্য পরম্পরায় বেনারস বাজ বর্তমানে রামসহায়ের খ্যাতি অম্লান করিয়া রাখিয়াছে। আনুমানিক ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই গুণী শিল্পী লোকান্তরিত হন।

IND CamScanner App